Registered No. 35

# অমৃত বাজার পত্রিকা

৬ ভাগ | কলিকাতাঃ— ২২ শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ৬ ই নবেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। | ৩৯ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—ooo—

## কলিকাতা

### বহুবজার ষ্ট্রিট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা যুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণ শক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীনহইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

নিয়ম মত কিছুদিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্য-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের আর শুক্লবর্ণ চুল থাকিবে না। চুল ঘনকৃষ্ণ পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য „ „ ১ টাকা

ডাক মাশুল ইত্যাদি „ „ „ „ ৷৹ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র শর্ম্মার হিমসাগর তৈল।

যাঁহারা অতিশয় অধ্যয়ন ও মানসিক চিন্তা জন্য মাথার বেদনায় ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে ও বাউপ্রধান ধাতুর পক্ষে এই তৈল অতীব উপকারী।

ইহার প্রতি শিশির মুল্য „ „ ১ টাকা

ডাক মাশুলইত্যাদি „ „ „ ৷৹ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার কলেরা ক্যাম্ফার।

ইহা এদেশীয় ওলাউটা রোগের অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা এক বিন্দু হইতে ২০ বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ইহার এক আউনস শিশির মূল্য ৷৹ আনা

ডাক মাশুল ইত্যাদি ।৹ আনা।

হেয়ার প্রিজারভার, হিমসাগর তৈল ও কলেরা ক্যাম্ফার নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

বহুবাজার ৯২ নম্বরের বাটী ওরিয়েন্টেল এপথিক্যারিশ হল, দাস সরকার এণ্ড কোম্পানির নিকট ও কালেজ স্কয়ার ১৪ নম্বরের বাটী মোহালা নবিশ এণ্ড কোম্পানির নিকট। এবং চিতপুর রোড ২৮৩ নম্বরের বাটী, ইউনিভারস্যাল মেডিকাল হলে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

JUST PUBLISHED

ESPECIALLY FOR THE USE OF THE CANDIDATES OF THE ENTRANCE EXAMINATION.

**SCHOOL GEOGRAPHY.**

PRICE ONE RUPEE

*To be had of Messrs. Thacker spink & Co, Calcutta School Book Society's Depository, Sanskrit Press Depository, The New Sanskrit Press.*

বেঙ্গল কোল কোং "লিমিটেড।"

সুলভ মূল্যে উত্তম কোক্ কয়লা বিক্রয় করা যাইতেছে।

১ নং লোহা ঢালাই করা উত্তম হয়।

২ নং দ্রব্যাদি পাক করিতে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে ধোঁয়া হয় না, পাকস্থলী ও রন্ধন-শালা অপরিস্কার হয় না। বিলাত হইতে একজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আসিয়া উক্ত কোক্ কয়লা প্রস্তুত করিতেছেন। যাহার প্রয়োজন হইবে তিনি ৺ জগন্নাথ ঘাটের উত্তরাংশে লাট নং ৫০ বি বেঙ্গল কোল কোম্পানীর দিপোতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। (১)

## পুরস্কার ৫০ টাকা।

রাম রতন দত্ত সাকিন শান্তিপুর। ৺ দেবিপ্রসাদ দত্তের পুত্র বয়স আন্দাজ ৪৯। ৫০ বৎসর বর্ণ গৌর মধ্যমাকৃতি মাথায় ছোট চুল ও মুখে অল্প বসন্তের দাগ আছে। নাকের বাম কি দক্ষিণ পার্শে কাল একটী আঁচলি আছে। গলায় অস্ত্র করার দাগ আছে। বক্ষ স্থলে লোম আছে। গম্ভির প্রকৃতি। বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। হস্তে এক গাছ তাগা আছে। প্রায় পাঁচ বৎসর অনুদ্দেশ হইয়াছেন। মুখ খানি ইষদ বক্র। যিনি অনুগ্রহ করিয়া উপরি উক্ত ব্যক্তির কোন অনুসন্ধান করিতে পারিবেন তাহাকে আমি ৫০ টাকা পুরোস্কার দিব। এ সম্বন্ধে যিনি যে পত্র লিখিবেন তাহা অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে কলিকাতায় বাবু চন্দ্রনাথ রায়ের নিকট লিখিবেন।

গুপ্ত লাইব্রেরী গ্রন্থালয়।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্শলেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গুলি।

ইং ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গালা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে, এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রন্থ ততোধিক প্রস্তুত থাকে যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের পুস্তকালয়ে উপস্থিত না থাকে তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে যে স্থানে নগদ টাকায় যে অনুসারে কমিসন পাওয়া যায় আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিসন দিয়া থাকি।

মাশুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাশুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচা না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

পুস্তকের মূল্য

স্বাক্ষরকারীর প্রতি প্রতিখণ্ড—।৷৹

বিনা স্বাক্ষরকারী--২,

ডাক মাশুল প্রতিখণ্ড ৴১০

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷৹ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারিলাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে। (২৯)

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

## বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩৷৹ টাকা মায় ডাকমাশুল।

বি, এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা।

গত শনিবার বেলা ১০ টার সময় আমাদের হৃদয় বান্ধব বাবু দীনবন্ধু মিত্র আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছেন। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে এখন আর কিছু লিখিতে পারিলাম না। শোকে আমাদের মন বিহ্বল হইয়াছে। আমরা একটু শান্ত হই, তখন তাঁহার বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিব। কিন্তু তাঁহার শোক হইতে কি শান্ত হইতে পারিব? হা বিধাতা। সবই তোমার ইচ্ছা।

## আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ।

চাম্পারণ, মতিহারি হইতে বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেনঃ—

(১) এখানে ধান্যের অবস্থা অতি মন্দ। (২) এখানে আর ১০ দিবসের মধ্যে যদি বৃষ্টি হয় তবে চারি আনা রকম শস্য হইতে পারে। (৩) বৃষ্টি না হইলে হৈমন্তিক খন্দের অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে। (৪) বৃষ্টি না হইলে আমন ধান্য কিছুই হইবে না।

ছোটনাগপুর হইতে জৈনক প্রধান ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

১। দোন্ অর্থাৎ আমন ধান্যের নিম্ন জমিতে ধান্য উত্তম। চরা অর্থাৎ আমন ধান্যের উচ্চ জমিতে ধান্য সকল শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ২। যদি শীঘ্র বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে চরা অর্থাৎ উচ্চ জমিতে যৎসামান্য ধান্য হইতে পারে এবং নিম্ন জমিতে বৃষ্টির আবশ্যক করে। ৩। এদিকে প্রায় আশ্বিন মাসের প্রথম হইতে বৃষ্টি হয় নাই। ৪ দুর্ভিক্ষ হইতে পারে, কিন্তু এতদ্দেশে কোদো, গুঁদ্‌লি, মকাই ও মাড়ুয়া এই সকল দ্রব্য একপ্রকার জন্মিয়াছে। ইহার দ্বারা এদেশীয় লোক সকলের একপ্রকার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। ৫। যদ্যপি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধেকের কম ধান্য পাওয়া যাইবে। এসময় বৃষ্টি না হইলে উত্তমরূপ রবিখন্দ হইবে না। যদ্যপি ত্র জেলা হইতে কোন শস্যাদি বিক্রয়ার্থ চালান না দেওয়া হয় তাহা হইলে যাহা কিছ দেশে উৎপন্ন হইবে তাহার দ্বারা এদেশের লোকের অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে কারণ এদেশের লোক সংখ্যা অধিক নহে।

বালেশ্বর হইতে এক জন প্রধান ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

গত বৃষ্টির পর আর বৃষ্টি হয় নাই। বার আনা পরিমাণ শারদ ধান্য হইতে পারে। এখন বৃষ্টি হইলে আর এক আনা আন্দাজ ধান্য হইতে পারে। শীতের শস্য ভাল হইতে পারে। লোকের ঘরে ধান্য চাউল আছে, এবং বোধ হয়. দুই তিন মাস চলিবার যোগ্য হইতে পারে। চাউলের দর ৩০।৩২ সের হইয়াছে, অল্পই বাড়িয়াছে পূর্ব্বে ৩৫।৩৬ সের ছিল, মান্দ্রাজ অঞ্চলে এবং কলিকাতার রপ্তানির দ্বারা [illegible]রও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, গড়জাত অঞ্চলে কোন কোন স্থানে ভাল ধান্য হয় নাই সেখানে রপ্তানি ও হইতে পারে। এ জেলা হইতে ৪।৫ লক্ষ মন ধান্য রপ্তানি হয় এ বৎসর ততধিক হইবার সম্ভাবনা।

মুঙ্গের হইতে বাবু তারিণী চরণ রায় লিখিয়াছেনঃ—

এখানে আমন ধান্যের চাস অধিক নাই যে অল্প আছে তাহা সকলি শুষ্ক হইয়া তৃণের আকার ধারণ করিয়াছে। এ দিকে এবারে উপযুক্ত মত বৃষ্টি পতন হয় নাই, বিশেষতঃ বৃষ্টি অভাবে ধান্য রোপণ করা সুচারুপে হয় নাই, যাহাও রোপিত হইয়াছিল তাহাও তাহার পরে বৃষ্টির অভাবে নষ্ট হইয়াছে। যদি আমন ধান্য না হয় তবে লোকের বিশেষ কষ্ট হইবে। চাউল ৪ টাকা মন বিক্রয় হইতেছে।

হৈমন্তিক খন্দ একেবারে নষ্ট না হউক কিন্তু নিয়মিত রূপে হইবে না।

বর্দ্ধমান, বৈদ্যপুর হইতে বাবু বনমালী নন্দী লিখিয়াছেনঃ—

জলাভাবে বোধ হয় তিন অংশ হৈমন্তিক ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে বৃষ্টি হইলে বোধহয় ।।০ আনা অংশ ধান্য রক্ষা হইতে পারে। লোকের গৃহে ধান্য সঞ্চয় নাই, চাষা লোকের ঘরে যাহা কিছু আছে দুই এক মাস চলিতে পারে। চাউলের দর রকম বিশেষে ৩ টাকা ৩।। টাকা হইয়াছে পূর্ব্বাপেক্ষা ১, ১।।০ টাকা দর বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে ঐ দর আ।

বর্দ্ধমান, উখরা হইতে বাবু কুঞ্জবিহারি লাল বর্ম্মন লিখিয়াছেনঃ—

ধান্যচাউল মজুত প্রায় নাই মধ্যবিধ লোকের ঘরে যাহা আছে তাহাতে মাসাধিক চলিতে পারিবেনা। চাউলের দর ১৪৷৷ সের। পূর্ব্বাপেক্ষায় টাকায় ।৶ ছয় আনা বৃদ্ধি হইয়াছে। ধান্যসেচনে জলাশয় সমুদয় ব্যয়িত হওয়ায় জলকষ্ট বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

বর্দ্ধমান, সাতগাছিয়া হইতে বাবু বিহারি লাল ঘোষ লিখিয়াছেনঃ—

এপর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই এখনো বৃষ্টি হইলে ছয় আনা রকম ধান্য রক্ষা হইতে পারে। গত বৎসর ধান্য সুচারু না হওয়ায় অত্যল্প লোকের ঘরে ধান্য মজুত আছে। লোক সংখ্যা করিলে শতকরা ১০।১৫ জনের ঘরে সম্ভব। যে রূপ জনশ্রুতি অনুমান হয় দুই তিন মাস চলিতে পারে। ২০ দিবস পূর্ব্বে আউশ চাউল ৩২ সের ও আমন ২৪।২৫ সের বিক্রী হইতেছিল এক্ষণে আউশ চাউল ১৬।১৮ সের ও আমন ১৪।১৬ সের বিক্রয় হইতেছে। পানীয় জলের কষ্ট হয় নাই।

দিনাজপুর, পীরগঞ্জ হইতে মুন্সী রমজান আলী লিখিয়াছেনঃ—

অনাবৃষ্টি নিবন্ধন যথা পরিমাণে আশু ও আমন ধান্য হয় নাই। আশু চারি আনা অংশ আমন দুই আনা অংশ মাত্র হইয়াছিল; আশু ধান্য দুই আনা অংশ পাওয়া যাইবে। আজ কাল বৃষ্টি না হইলে আমন ধান্য চারি আনা অংশ হইবে কি না সন্দেহ। এখন বৃষ্টি হইলেও আমন ধান্যের পক্ষে একটুক ভাল। এদিগে এবারের বর্ষায় শ্রাবণ মাসে ৫।৭ দিন ভাদ্র মাসে ৩।৪ দিন আশ্বিন মাসে ১ দিন বৃষ্টি হইয়াছে কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি দূরে থাক, মেঘও দর্শন হয় নাই। আমন ধান্য না হইলে মধ্যবিত্তের অপেক্ষা যাহাদের মজুরী ও কৃষির প্রতি নির্ভর তাহাদের নিশ্চয়ই অন্ন কষ্ট হইবে। এখনই হইয়াছে বলিলেই হয়-কারণ ৶০ আনা চাউলের সের হইয়াছে। ইতরেরা কিসে বাচিবে। বৃষ্টি না হইলে চারি আনা অংশ আমন ধান্য হওয়ার সম্ভব। এখন বৃষ্টি না হইলে যব, গোম, কলাই ইত্যাদি রবি শস্যের অত্যন্ত হানি হইবে।

বরিশাল, হইতে বাবু আনন্দচন্দ্র সেন লিখিয়াছেনঃ—

ধান্যের অবস্থা ভাল নয়। এক্ষণ বৃষ্টি হইলে ধান্যের আর বৃদ্ধি নাই কিন্তু যে পর্য্যন্ত হইয়াছে তাহার শিষ ভাল নির্গত হইবে। বৃষ্টি না হইলে শিষ বাহির হওয়ার হানি হইবে। কালী পূজার পূর্ব্বে এ দিগে বৃষ্টি হইয়াছে। আমন ধান্য না হইলে লোকের অন্ন কষ্ট হইবে। বৃষ্টি অভাবে হৈমন্তিক খন্দের অনিষ্ট হইবে। আর না হইলে অর্দ্ধেক পরিমাণে আমন ধান্য পাওয়া যাইবে কি কিছু অধিকও পাওয়া যাইতে পারে, এবিষয় এক্ষণ নিশ্চয় বলা কঠিন।

রংপুর, হইতে এক জন প্রধান গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী লিখিয়াছেনঃ—

১। ধান্যের অবস্থা ভাল নয়। ২। এখন বৃষ্টি হইলে চারি আনা পরিমাণ ধান্য রক্ষা হইতে পারে। ৩। এ দিকে বৃষ্টি হয় নাই। ৪। আমন ধান্য না হইলে অন্ন কষ্ট হইবে। এবং বৃষ্টি অভাবে হৈমন্তিক খন্দের বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা। বৃষ্টি না হইলে দুই আনা পরিমাণ ধান্য পাওয়া যাইতে পারে।

রঙ্গপুর মহকুমা গাইবান্ধা হইতে বাবু কালী চরণ সরকার লিখিয়াছেনঃ—

আমাদের জেলায় বৃষ্টি না হইয়া শস্যাদি কিছুই হয় নাই ও হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে দুর্ভিক্ষ হইয়া আমাদের প্রজা লোকের প্রাণ রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া উঠিতেছে।

রাণীগঞ্জ, আশানশোল হইতে বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত লিখিয়াছেনঃ—

এখানে প্রায় ৩ মাস গত হইল বৃষ্টি কিছুই হয় নাই ও হওনের সম্ভাবনাও কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে এ প্রদেশে কোন কোন স্থানে ।০ বা ।৶০ আনা রকম আমন ধান্য পাওয়া যাইবেক। যদি ২।৩ দিনের মধ্যে বৃষ্টি হয় তবে কোন কোন স্থানে ৷৷০ রকম হইতে পারে। এক্ষণে চাউলের দর দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ ২ মাস পূর্ব্বে যে চাউল ১৮।১৯ সের বিক্রয় হইত তাহাই ১০।১১ সের বিক্রয় হইতেছে, আর সাধারণের খাদ্য উপযোগী চাউল ১৩।১৪ সের যাহা পূর্ব্বে ২৩।২৪ সের বিক্রয় হইত। এ স্থানে এ রূপ চাউলের দর কেবল আমদানি না থাকা প্রযুক্ত। জল কষ্ট যদিও আপাতত হয় নাই বোধ হয় ২।৩ মাসের মধ্যে অনেক পুষ্করিণীর জল শুষ্ক হইবে কেননা যে সকল পুষ্করিণীতে যথেষ্ট পরিমাণ জল ছিল তাহা ধান্য ও ইক্ষু রক্ষার জন্য সিঞ্চন দ্বারা প্রায় শেষ করিয়াছে।

যশোর হইতে বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ঃ—

বৃষ্টি হয় নাই। আমন ধান্য চারি আনা পরিমাণ পাওয়া যাইবেক এক্ষণ জল হইলে ছয় আনা পরিমাণ ধান রক্ষা হওয়ার সম্ভব। দুই আনা আন্দাজ লোকের ঘরে ধান্য চাউল মজুত আছে। ছয় মাস চলিবার সম্ভব। যে চাউল ১০।১২ দিন পুর্ব্বে ১৸০ টাকা ও যাহা ২ টাকা ছিল, তাহা এক্ষণ ২৷০ টাকা ও ৩ টাকা হইয়াছে দিন দিন দুই এক আনা বৃদ্ধি হইতেছে।

যশোর, নারিকেলবাড়িয়া হইতে বাবু বঙ্ক বিহারী দাস লিখেনঃ—

এদিকে জল নাই। এখন জল হইলেও ধান্য রক্ষা হয় না। এদিকে অর্দ্ধ পরিমাণে ধান্য পাওয়া যাইবে।

যশোর, খুলনিয়া মহকুমার দেলুটী হইতে মুন্সী আরমান খাঁ লিখেনঃ—

জল অভাবে ধান্য লাল রকম ও পাতার অগ্র ভাগ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এখনও জল হইলে ধান্যের এক প্রকার উপকার না হয় এমত নহে। যদি আমন ধান্য উৎপন্ন না হয় তবে লোকের নিসন্দেহ অন্ন কষ্ট হইবেক এবং জল অভাবে হৈমন্তিক খন্দের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবে। যদি জল না হয় তবে আমন ধান্য অর্দ্ধ পরিমাণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভব।

পাবনা, চিথলিয়া হইতে বাবু গোকুলচন্দ্র মজুমদার লিখেনঃ—

প্রায় এক মাস পুর্ব্বে এক দিবস সামান্য একটু জল হইয়াছিল তদপর আর জল হয় নাই। উচ্চ ভুমির আমন ধান্য প্রায়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জল না হইলে কোন ২ স্থানে তিন কি চার আনা পরিমাণে ধান্য হইতে পারে। অন্যত্র তদপেক্ষা ও কম হইবে। এক্ষণে জল হইলে উচ্চ ভুমিতে দুই এক আনা এবং নিম্ন ভুমিতে স্থানে২ চারি আনা হইতে ছয় আনা পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। প্রজার বা মহাজনের ঘরে খাদ্য সামগ্রী প্রায় মজুত নাই। চাউল ধান্যের দর ৩ মাস পুর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে দ্বিগুণ হইয়াছে।

পাবনা, চালা হইতে বাবু শিব চন্দ্র অধিকারী লিখেনঃ—

ডাঙ্গা জমির ধান্য নাই বলিলে চলে। নামি জমির অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা ছয় আনা হইলে হইতে পারে। ধান্যের দর ॥৫ সের আর জল হইলেও কিছুই হবে না। মেঘের সহিত সাক্ষাত নাই। জল না হইলে পাঁচ আনা হওয়ার সম্ভব।

পাবনা হইতে বাবু শারদাচরণ মজুমদার লিখিয়াছেনঃ—

প্রায় দুই মাসের মধ্যে বৃষ্টি হয় নাই, এখন বৃষ্টি হইলে আট আনা বরাদ্দে হবে। লোকের ঘরে ধান্য মজুত নাই। আতব চাউলের দর ৬০ এর ২১ সের, এবং পুর্ব্বাপেক্ষা ক্রমে হ্রাস হইতেছে।

পাবনা, সাহাজাদ পুর হইতে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লিখেনঃ—

এ বৎসর এতদ্দেশে বৃষ্টি ও বর্ষার জল না হওয়ায় শস্যে ভারি দুরবস্থা, আউষ ধান্য এক কালীন উৎপন্ন হয় নাই এবং আমন ধান্যের অবস্থা তদ্রুপ দেখা যাইতেছে কৃষক লোকের জবানী শুনা যায় যে আউস ধান্য যৎ কিঞ্চিৎ যাহা পাইয়া ছিল তাহার অন্ন তিক্ত রস বিধায় আহার অনুপযুক্ত।

মালদহ অঞ্চল সম্বন্ধে রাণাঘাট নিবাসী বাবু রাধাময় দে চৌধুরি লিখিয়াছেন ঃ—

আমার জমীদারি জেলা মালদহের অধীন পরগণে সেরসাহাবাদ ও পরগণে দরসরকগঙ্গাহার মধ্যে ধান্য কিছু মাত্র নাই। পরগণে উখড়ার মধ্যে ডিহি পারপাটনার মধ্যে কোনস্থানে ধান্য নাই। ডিহি গঙ্গাদাসপুরের মধ্যে কিছু মাত্র নাই। ডিহি চণ্ডির মধ্যে উচ্চ ভুমির ধান্য সমুদয় গিয়াছে নিম্ন ভুমির জমিতে এখনো ধান্যআছে অর্দ্ধেক খড়ের ন্যায় হইয়াছে এখনো জল হইলেও সিকি আন্দাজ হইতে পারে।

মালদহ হইতে জনৈক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন ঃ—

অষ্টমি পূজার রাত্রে একবার বৃষ্টি হইয়াছিল তদবধি আর বৃষ্টি নাই। ধান্য মোটের উপর ৵০ আনা রকম পাওয়া সন্দেহ! উত্তম চাউলের দর আসীর ওজনে টাকায় ৮।৯ সের তদপেক্ষা মন্দ ১০ সের তদপেক্ষা মন্দ ধানি এবং অত্যন্ত মোটা ১১ সের এক্ষণতক বিক্রয় হইতেছে। এবং দিন দিন বাজার চড়িয়া উঠিতেছে।

মালদহ হইতে জনৈক ভদ্রলোক লিখিয়াছেনঃ—

সকল স্থানের লোকই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় ত্রাসিত হইয়াছে। এই আশঙ্কা দ্বারা এইরূপে একটী অনিষ্ট ঘটিতেছে যে ধান চাউল থাকা সত্বেও মুদীরা অনুচিত মুল্য বৃদ্ধি করিতেছে। মালদহে হৈমন্তীক ফসল দুই আনাও জন্মে নাই। ফলতঃ এই কালের এমন দুর্দ্দশা যে হৈমন্তীক ধান এই জেলায় কিছুই নাই বলিতে হইবে। ডাঙ্গায় অর্থাৎ আউসের খন্দও মন্দ হইয়াছিল। রবি ফসল অর্থাৎ মটর চিনা গোম প্রভৃতি সম্বন্ধেও লোকে নৈরাশ হইয়াছে। এই জেলার কোন কোন পল্লীতে আজই অন্ন কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। ধান মিশ্রিত চাউল ৮০র ওজনের এগার সের এবং অন্য চাউল দশ সের দর হইয়াছে। কোন কোন পল্লীর লোক এই দর চাউল কিনিতে অক্ষম হইয়া এক এক দিন কেবলমাত্র কচুশাক পাতা প্রভৃতি আহারে জীবন ধারণ করিতেছে।

২৪ পরগণা, টাকী হইতে বাবু প্রিয়নাথ সরকার লিখিয়াছেনঃ—

এ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই। এখন বৃষ্টি হইলেও অর্দ্ধেক হইবার সম্ভাবনা। লোকের ঘরে ধান, চাউল কিছুই নাই। এ দেশীয় দু এক জন মহাজনের গোলায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধান্য মজুত আছে। সমুদয় ধান ছাড়িলেও বোধ হয় গড়ে প্রত্যেক মহাজনের ধান্য হইতে ১০০ লোকের ন্যুনাধিক এক মাস চলিবার সম্ভব। চাউলের মণ, এখন ২॥ টাকা; ইতিপুর্ব্বে ১৸৵।১৸৶ আনা দর ছিল। দিন দিন ৵ আনা / আনা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। যে স্থলে বৃহৎ জলাশয় কিম্বা পুষ্করিণী নাই, তত্রত্য জল কষ্টের এক শেষ হইতেছে। ক্ষুদ্র২ জলাশয়ের জল, শুষ্ক হইয়া পচিয়া বিবর্ণ হইতেছে, সে জল ব্যবহার দোষে এদেশীয়েরা অধিকাংশই জ্বরাক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে। মৎস্য, দুগ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য পুর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইতেছে। সম্পূর্ণ রূপেই গোরুর খাদ্যের অভাব হইয়াছে।

২৪ পরগণা, কুটী গোদা হইতে বাবু কালী কুমার বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেনঃ—

এ অঞ্চলের মধ্যে ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অধীনস্থ গ্রাম সমুহে ধানের গড় ধরিলে রকম বার আনা সম্পুর্ণ লোকসান্ হইয়াছে এবং বারুইপুর মহকুমার অন্তর্গত গ্রাম সমূহের ধান্য উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে ধরিলে রকম দশ আনা ধান্য একবারে লোকসান্ হইয়াছে। এক্ষণে বৃষ্টি হইলে অধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এ অঞ্চলে হৈমন্তিক খন্দের চাস অধিক হয় না যে কিছু হয় বৃষ্টি অভাবে রীতিমত আবাদ হইতেছে না।

২৪ পরগণা, সাতক্ষিরা মহকুমার কালীগঞ্জ হইতে [illegible]রাজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেনঃ—

এখন বৃষ্টি হইলে আর বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভব অল্প। তবে এক্ষণে অন্তত এক পশলা বড় বৃষ্টি হয় তাহা হইলে বোধ হয় অন্যান্য বৎসরের সহিত তুলনায় অর্দ্ধেক রকম ফশল হইবার সম্ভাবনা ছিল। বৃষ্টি না হইলে কোন স্থানে তিন আনা রকম কোন স্থানে চারি আনা রকম এবং কোন স্থানে উর্দ্ধ সংখ্যা পাঁচ আনা রকম ধান্য হইবে কোন মতে তাহার বেশী হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

মুরশিদাবাদ মিরপুর হইতে বাবু নকড়িচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেনঃ—

বৃষ্টি হয় নাই তাহাতে ধান্য প্রায় মরিয়া গিয়াছে তবে যদি বহু পরিশ্রমে দুই আনা অংশ পাওয়া যায়। কিন্তু এখন যদি জল হয় তাহা হইলে ছয় আনা পাওয়া যাইতে পারে। এখানে চালের দর ১২ সের সে উত্তম চাউল আর মধ্যম রাশী ১৩।১৩॥ সের মটা চাউল ১৪ সের।

মুরশিদাবাদ হরিহর পাড়া হইতে বাবু নৃসিংহরাম চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেনঃ—

জঙ্গিপুর চৌকির অধীন ধান্য অর্দ্ধেকের কম হইবে না, বরং তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। এখানে ভাল চাউল টাকায় ১৩ সের ও মোটা আউস টাকায় ১৭।১৮ সের।

মুরশিদাবাদ গৌকর্ণ হইতে বাবু কমলাকান্ত রায় লিখিয়াছেনঃ—

বৃষ্টি অভাবে ধান্য প্রায় মরিয়াছে তবে পুষ্করিণীর জল সেচনের দ্বারা যে সকল ধান্য রক্ষা পাইতেছে, তাহাতে অনুমান হয় যে চতুর্থাংশের এক অংশ ধান্য রক্ষা হইতে পারে আর যদি এক্ষণে বৃষ্টি না হয় তবে রবিখন্দ ফসল হইবেক না এবং এবৎসর দুর্ভিক্ষ হইবার বিলক্ষণ সম্ভব বোধ হইতেছে কারণ আমাদের এপ্রদেশে সঞ্চিত শস্য অধিক পরিমাণে নাই।

# THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

*CALCUTTA—THURSDAY*, 6th *Novr*. 1873.

We are obliged to put back many famine letters this week for want of space. We hope our correspondents will excuse us. We have again to request the Bengali Government Translator to report fully on the state of crop. A good deal of information is contained in the letters which is not before Government.

We are glad to notice that like Babu Tara Prosad Chatterjee, Mr Sharp, Joint Magt., Raniganje, has saved several paddy fields, from the effects of drought by means of irrigation.

We are in a position to confirm the statement of the *Patriot* that this year there is a considerable increase in the number of images of Jagadhatri and that the enthusiasm for the *pooja* has not in the least abated. We lately went to Krishnagur and there we were told by Babu Jodu Nath Roy Bahadur that the number of images this year was nearly double of that of the last. Our contemporary accounts for this fact by saying that this *pooja* is not very expensive and that the people who could not defray the enormous expenses of the Doorga *pooja*, content themselves with worshipping *prakritee* in the shape of Jagadhatri. This fact proves that Hinduism has as firm a hold on the national mind at present as it had before.

Referring to the shoe disease with which Mr Carmichael, the Commissioner of the Benares Division is afflicted, as reported by a correspondent of the *Hindoo Patriot*, a correspondent writes us that the Rajah of Bhookailash the other day intended to pay him a visit and requested to know whether he can be allowed to see the Commissioner with his shoes on. Of course this was a matter of great deliberation on the part of Mr Carmichael, and he thus logically argued: the Moharajah of Benares holds a higher rank than the Rajah of Bhookylash, the Moharajah of Benares honors him with shoes, that is to say, comes to see him with bare feet and the Rajah of Bhookylash *therefore* should honor him with shoes too. Following this mode of argument the Rajah argued thus: The Viceroy is a greater man and higher in rank than Mr Carmichael, the Viceroy allows him to be present with his shoes on, *therefore* either the Commissioner must give him the privilege or he will have nothing to do with the Commissioner, and he therefore declined to see Mr Carmichael. And this Mr Carmichael is the Commissioner of a Division! Such a man in Bengal would be simply laughed at.

The case of Nobeen affords an illustration of the principle that we have been persistently urging these 4 years on the attention of our countrymen. The nation acquitted him, would have received him in its bosom in spite of his having murdered his wife, but the alien nation cannot afford to lose its prey. A Hindoo king would have not surely punished him with transportation, why do not the English people govern us as a Hindoo Sovereign would govern? What is that to an alien nation if we take such a murderer as Nobeen is into the bosom of our society? While his own countrymen pity him, and are prepared to receive him with open arms, an alien nation transports him for life, not for having done anything against those aliens but having murdered his own wife. To you we ask, ye Christian people of England, do people, unless impelled by frenzy and insanity, murder their own wives and children? A man who attempts to murder himself is but lightly punished, because by committing suicide, he would have injured none else so much as himself. So Nobeen injured himself most and therefore his punishment ought to be light. We do not blame the Judges who awarded the punishment, but the law needs reform. According to law a professional poisoner, who kills men most treacherously for lucre, convicted of having poisoned one who had fortunately escaped death is punished also with transportation for life. Now the law which punishes Nobeen and such a poisoner equally must be monstrous indeed.

In anticipation of famine the Ranee Syam Mohinee has been taking precautionary measures to prevent the sufferings of the poor people of Dinajpore. Her son-in-law Babu Khetra Mohun Sing is proceeding from village to village establishing Panchayets every where. The members of these assemblies are to report to the head of the pergunnah on the condition of the ryots, upon which relief will be afforded to those who are really in need of it. The ryots are no longer required to pay their dues and some of them have been employed in clearing jungles and other works, in order that they may earn their livelihood. Supervisors have been appointed to see that relief is actually offerred. The generosity of the Ranee is not simply confined within her zemindaries but extends beyond them. We earnestly request the rich Zemindars to follow in the wake of the Ranee and thus show to Govt. that they are really the *mah Bap* of their tenants.

The promtitude and energy which Sir George Campbell has been displaying to cope with the impending evil are deserving of being highly applauded. His Honor has sent general instructions to all Commissioners to open relief works in all the afflicted districts. The Northern Bengal Railway has to be proceeded with and it runs through those places where there is the greatest apprehension regarding the crops. Feeder-roads connecting the various parts with the Railway are also to be largely constructed. The means of communication between the populous districts of the west and insuffiiciently peopled districts of the east are to be improved. The north-eastern portion of the Tirhoot district and the north part of Bhagulpore, by which such roads would pass is the very country where the people will be most in need of employment. These relief works will no doubt greatly benefit the lower classes of people, but Government ought to do something for poor middle class men on whom the scarcity of food will press very severely. These would be prevented by caste prejudice from availing themselves of the relief works, nor is it proper that this class should work with the coolies. We think Government might advance reasonable loans to them without interest and bind them to liquidate the debt when the scarcity should pass away. There will be many minor posts opened in connection with the proposed railway and roads and the middle class men might be largely employed there. Then those Government officers who draw below 50 Rs. may have some temporary increase of their pay on condition that they will refund the sum thus advanced to them after their difficulty is over. These and other measures must be adopted, otherwise there will be no knowing of the misery of the poorer middle class men.

We are hardly in a position to dwell much on the death of our dearest friend Babu Deno Bundhu Mittra. The blow has paralyzed us. We wish we could give vent to our pent up feelings, but the shock has stunned us and we can neither weep nor realize the tremendous loss which the country has suffered. We would however for one moment forget our private grief and ask Government in the name of justice to enquire about the following particulars in connection with our latelamented friend. A few days before his death, Babu Deno Bundhu while in a very bad state of health told us that he was sure to die and its real cause was the party spirit which was rampant between Mr. Tweedie and Mr. Hogg. Will Government enquire into this matter? Will it call upon Mr Hogg to explain why was the Babu removed from the Supernumerary Inspectorship of the Calcutta Post Office where he found some rest after 14 years hard life of a Postal Inspector and which he so well deserved, and compelled to revert to his former post? Why was it that the post thus vacated by the Babu was filled up by two European Supernumerary Inspectors who were in every way inferior to him, but who drew double the pay that he used to get? Why was not the privilege leave for which the Babu earnestly sought a few weeks before he be came seriously ill granted him, although during his nineteen year's meritorious service he had never availed himself of a single day's leave? We distinctly remember to have heard him say that he was denied the privilege of even common etiquette, because he had the misfortune of once being a favorite of Mr. Tweedie. He was thus sacrifiiced to a party spirit in which he was not in the least concerned. If he was allowed to toil quietly in the Calcutta Post Office instead of being made to travel incessantly with his bad health from one district to another, he would have perhaps lived much longer and did not leave the country to mourn for him so soon. In the name of the whole nation, we ask Government to take into its consideration the above circumstances and award punishment to those who have been instrumental in bringing him to an untimely grave. In justice to the srcred memory of the dead, Government ought to do it. Babu Denobundhu was the nation's idol and a dagger penetrated into their hearts could not have given them greater pain than the death of him whom they almost adored. Now another word to Government. Babu Deno Bundhu has left a large family in a helpless state. Government is in duty bound to take care of them. Some provision must be made for them, either in the shape of a bonus or annuity. Babu Deno Bundhu was entitled to a pension of one-third of his pay and we beg to propose that the same be alloted to his eldest son till he is in a position to support the family. We hope our other contemporaries will take up this matter and insist upon Government to grant our prayer. If Government thinks that some additional taxes should be imposed on this account, the whole nation will gladly accede to its wish.

The latest information from Pubna is that the rancorous feeling between the zemindars and the ryots is gradually ripening into bitter enmity. The zemindars are determined to ruin their tenants by resorting to courts of justice while the ryots would rather die than come to any settlement with their land-lords. The ultimate result of this blind obstinacy, utter disregard of self-interest, and yeliding to an ungovernable passion shall be nothing less than *the total ruin of both the zemindars and the ryots.* Already we hear that the Bannerjee zemindars of Kassipore have succeeded in throwing a considerable number of the ryots into scrape. It may be in the recollection of our readers how the Mookteer of the Bannerjee zemindars presented thousands of kabuliats for registration before Mr. Nolan, who after registering the same handed over the documents to the ryots, instead of returning them to the Mookteer as usual. Now the Bannerjees have taken copies of these registered kabuliats and commenced to sue the ryots in the Moonsiff's court for the non-fulfilment of the terms of the kabuliats. Some cases have been already decided. The ryots were cited as witnesses who declared on oath that they had never given the kabuliats produced by the zemindars. On referring the matter to Mr. Nolan, the Moonsiff was convinced that the ryots did give the kabuliats and that they were registered with their full permission. The Moonsiff we understand have committed these ryots for perjury and the fate which awaits them can be easily imagined. It will be remembered that when Mr. Nolan returned the registered kabuliats to the ryots, he took care to make them understand that they were not bound to abide by the terms of the kabuliats registered though they were. The ryots were thus deluded and it is this delusion which emboldened them to speak in the way they did before the Moonsiff. Mr. Nolan's lectures might have been well meant, but he now no doubt sees the mischievous effects of his foolish counsels. The horrors of jail stare the ryots in the face. Will Mr Nolan now came forvard and save them? They will no doubt remember his name when they will be subjected to the hardships of a short-term prisoner, but whether with gratitude or curse we leave Mr. Nolan to guess.

It has been very recently ascertained by Mr. Taylor the Magistrate of Pubna that the net profit which the ryot derives from a pakie of land ( equal to one bigga and 5 cottahs ) is about 26 Rs. The infromation of the Magistrate we hear comes from Khoodi Mollah, the champion of the ryots who lately rose against their landlords and is therefore not exaggerated. The returns of the Moonsiff of Sherajgunge taken independently of the Magistrate tally fully with the statement of the latter, and in the face of such a fact we wonder how Mr. Nolan had the hardihood to state that the recent Pubna movement owed its origin to the exorbitant demands of the rents and aggressive exactnions of the zemindars. If the ryots after the frequent enhancement of rents by the zemindars and their illegal exactions could save so much as Rs 26 per pakie, we think they are far better off than their land-lords. We are sincerely glad that the ryots of Pubna are in such excellent condition, but this is no reason why the zemin-

dars should continue enhancing the rents till the ryots are reduced to the wretched state from which they have by their own labour and exertions raised themselves. The zemindars ought to remember the moral of the story relating to the farmer and his goose which gave him a golden egg daily, for if in his greediness the zemindar deprives the ryot of all he has, he wll not only lose the ryot but the very means wihich will bring him the gold of which he is so covetous. The ryots on the other hand should consider that their land-lords are both legally and morally entitled to a reasonable portion of the wealth which their land affords them, and it would be sheer ingratitude and wickedness on their part to withhold the just demands of he zemindars. All would perhaps go well and he ryots and the zemindars would adjust their disputes between themselves if they were let alone. But from all that we hear, we entertain little doubt that it is to the injudicious actions and expressions of some of the local authorities that the present serious state of things is due, and nothing would tend more to restore order and disabuse the ryots of the false impressions that have seized them, than the transfer of the officers concerned. Remove such raw and inexperienced youths as Mr. Nolan from sub-divisional offices and the rent unions which have served neither the ryots nor the zemindars but on the contrary are about to ruin both the classes would vanish away and the good feeling between them completely restored.

The Threatened Famine—Whatever might be the probable or possible results of the failure of crops, it is neither agreeable nor wise to croak amidst the gloom which has over-cast the country. But in giving an account of the actual state of the country, one cannot but speak in the tone of an alarmist and it is our painful duty to announce that from what we hear we entertain serious apprehensions as to a severe scarcity of food grains in the country. All our correspondents most of them very respectable parties tell sad tales regarding the state of crops and believe that all classes of people will more or less suffer. Every day has its importance and yet it passes away without bringing out any hopeful result. The failure of crops in fact extends hourly. Where last week it was thought a timely shower of rain might save six anas of the crops, there is but a little prospect of a four anna one, or in other words, the prospects of even one-fourth of an ordinary harvest are vanishing day by day. On the higher lands, the failure of paddy is complete, it is only in the low-lying places where the water has not entirely dried up that little rice may be saved. The prospect of the winter crops is also a dreary one and the extent of evil is thus quite alarming. In the presence of these facts, the market for rice is daily rising, and the effect on the poor will be speedy and tremendous. But whatever fate might be in store for Bengal, it is a happy thing for the country that we have got two such energetic and kindhearted rulers as Sir George Campbell and Lord Northbrook. Already they have shown a promptitude in preparing to meet the impending calamity which cannot fail to secure the confidence of the people and give them hope that they can surely rely on the wisdom and kindheartedness of their Lieutenant Governor and Governor-General. That Lord Northbrook feels the gravity of the situation is evident from the fact that he has come express from Simla to consult with Sir George Campbell almost on the eve of his departure from Simla to hold the proposed Durbars and Council in the North-West and Oude. He has also shown a wise decision in putting off the Durbar at Agra, for in times of such calamity as famine, even Viceroys and Commander-in-Chiefs might abate somewhat of their dignity and pomp, and every saving that can be made now will be worth twice the amount in ordinary times. How unlike our former Viceroy Sir Jhon Lawrence who while thousands of human souls were daily dying and rending the skies with their cries for want of food squandered away eleven lakhs of Rupees for the fuss of a Durbar at Agra! But as we said, we have full reliance on the energy and kind heartedness of our rulers to dread a dire famine. There will be no doubt severe scarcity of food, but if timely measures are taken much sufferings of the people will be alleviated. A conference was held last Saturday by the Viceroy with the Lieutenant Governor and some of the principal merchants of Calcutta. The results of their proceedings are not yet made known, but the timely anxiety evinced by Sir George Campbell, and the attitude of serious enquiry taken up by the Viceroy, have done much to assure men's minds that whatever measures are really warranted by the facts, will be taken without delay. In our humble opinion Government ought to direct its attention to the following points. (1) Suspension of the Road cess. (2) Temporary remission of land revenue. (3) Stoppage of exportation. A morning contemporary states that the total quantity of rice available in Calcutta will not exceed 7 or 8 lakhs of maunds. If this be a fact and if exportation is not immediately prohibited, then a few days more and we starve in the metropolis. (4) Prohibition of monopoly of food-grains by certain Mohajans only. (5) Excavation of tanks and wells, for in many places the people will suffer awfully for want of drinking water. The waters of the tank and wells can also be utilized in irrigating lands which should be now prepared for winter crops. (6) Many rivers have dried up ahd local traffic which was carried on by means of these rivers is stopped. This will occasion severe dearth in those places which must get rice from elsewhere. Government ought to establish golas here stocked with sufficient food grains to meet the demands of the inhabitants. (7) Cultivation of such crops as wheat, barley, *matar*, *mushari* and *Boro* papdy. This is the season when *Boro* paddy is sown. This speices of paddy is generally grown in veels and other marshy places, and yeilds a good harvest after two months or nearly at the end of winter. If the cultivation of Boro is now encouraged, it will mitigate much of the horrors of a famine. The time for sowing wheat, barley, *mutter* and *mushri* are not as yet over; the lands which grow these crops require but slight moisture to germinate the seeds, and this can be easily procured by irrigating them with small quantites of waterfrom neighbouring tanks, wells, beels or rivers. The agriculturists will be certainly in need of seeds, which the Government must supply them with. Government now and then makes tuccavie advances and now is the most proper time to do so.

---

আমরা স্থান অভাবে গবর্ণমেণ্ট গেজেট হইতে শস্যের রিপোর্ট উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। জলপাইগুড়ী, কছাড়, কটক, বলেশ্বর পুরী প্রভৃতির শস্যের অবস্থা উত্তম। বাঁকুড়া বীরভুম' হুগলী, হাওড়া, দাৰ্জিলিং, ফরিদপুর বাখরগঞ্জ চটগ্রাম প্রভৃতির অবস্থা মন্দ নহে। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, যশোহর, শ্রীহট্ট, কুচবিহার প্রভৃতির অবস্থা মন্দ এবং ২৪ পরগণা নদিয়া প্রভৃতি অন্যান্য প্রধান জেলার অবস্থা অতি মন্দ। আমাদের সংগৃহীত রিপোর্টের সঙ্গে কোথায় কোথায় অন্ন কষ্ট দেখা যাইতেছে। আমরা অনেকের পত্র বিলম্বে পাওয়ায় এবার পত্রস্থ করিতে পারিলাম না, আবার স্থানাভাবে অনেকের পত্রের সারংশ মাত্র সন্নিবেশিত হইল, তাঁহায়া অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। যাহাদের পত্র এবার প্রকাশিত হইল না তাহা আগামীতে প্রকাশ হইবে।

---

রাজশাহী পুঁটীয়া হইতে বাবু লক্ষ্মীকান্ত লাহিড়ী লিখেনঃ—

জল ও বর্ষা অভাবে ধান্য প্রায়ই নষ্ট হইয়াছে। আমন ধান্যের বর্ত্তমান অবস্থায় লোকের সমূহ অন্ন কষ্ট, এবং জল অভাবে হৈমন্তিক খন্দেরও সম্পূর্ণ ক্ষতি হইতেছে। এতদঞ্চলে জল না হইলে ভূমির উপযুক্ত শক্তির তৃতীয়াংশের একাংশ পরিমাণ ধান্য হওয়া সংশয়।

ত্রিহুত, মধুবানি হইতে বাবু শিবচন্দ্র বসু লিখেনঃ—

এবৎসর ধান্যের অবস্থা এখানে অত্যন্ত মন্দ। যেখানে পুর্ব্ব বৎসর ২৫। ৩০ মন ধান্য হইত সেখানে ৮। ১০ মণ হিসাবে হইবার সম্ভবনা। বারি অভাবে হৈমন্তিক খন্দেরও অত্যন্ত অনিষ্ট হইবেক। ইহার মধ্যেই গরিব লোকের অন্ন কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। এখানে চাউল অত্যন্ত মহার্ঘ বিক্রয় হইতেছে, যে চাউল গত বৎসর এমন সময় কাঁচি ৩৬। ৩৮ সের বিক্রয় হয় সেই চাউল এ বৎসর ২০ সের কিম্বা পাকি ১২। ১৩ সের করিয়া টাকায় বিক্রয় হইতেছে। সময় ২ ইহাও পাওয়া যাইতেছে না গরিব লোককে মকাই ও মেড়ুয়ার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে।

নদীয়া, কৃষ্ণনগর হইতে বাবু মথুরা মোহন পাল চৌধুরি লিখিয়াছেন ঃ—

অদ্যাপি জল হয় নাই। জল হউক বা না হউক আমন ধান্য পাইবার আর আশা নাই। যে ধান্য পাওয়ার সম্ভব আছে তাহার সিকি বা দুই আনা কোন অঙ্কের মধ্যে ধরা যায় না। এদেশে আশু ধান্যের আবাদ বেশী। এবৎসর তাহা ভাল হয় নাই তথাপি এখন যদি জল হইত তাহা হইলে গম, ছোলা, মসীনা বুনানি করিতে পারিত। কৃষ্ণনগরে প্রায় চাউল নাই। আজ না হউক কাল্ পরশ্ব হাহাকার উঠিবে। চাউল ২ টাকা দর ছিল ৩।০ টাকা হইয়াছে।

নদিয়া, জয়রামপুর হইতে বাবু নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেনঃ—

আমাদের এখানকার অবস্থা অতি শোচনীয়। গত ২২ ভাদ্র তারিখে এতদঞ্চলে অল্প পরিমাণে জল হইয়াছিল তাহার পর অদ্যাবধি বিন্দু মাত্রও হয় নাই। আমন ধান্য পুর্ব্ব ২ বৎসর যে রূপ পাওয়া যাইত এবার তাহার তিন চারি আনা পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ, আর যদি এখনও জল হয় তাহা হইলে আমন ধান্যের আর কোন সুবিধা হইবেক না। পূর্ব্বে যে চাউল ১৷৷০ ১৸ বিক্রয় হইত এখন সেই চাউল ২৷৷০ ২৸০ বিক্রয় হইতেছে। এখানে জলের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।

দিনাজপুরে প্রজাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে জনৈক ভদ্র লোক লিখেনঃ—

এখানকার প্রজা দিগের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ, এমন কি, অন্নাভাবে কচু থোড় ইত্যাদি খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। গঙ্গারাম পুর থানার অন্তর্গত করদহা প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রামের অবস্থা এত দূর মন্দ যে তথাকার লোক দিগের অবস্থা শ্রবণ করিলে এমন মানব নাই যে তাঁহার চক্ষু দিয়া বারি নির্গত না হয়। শিশু সন্তান গণ ক্ষুধার্থ, হইয়া আপন আপন পিতা মাতার নিকট আহার চাওয়ায় তাহারা দিতে অপারগ হইয়া তেঁতুল গুলিয়া তাহাই আহার করাইতেছে।

হাবড়া মহীয়াড়ি হইতে বাবু অন্নদা প্রসাদ কুণ্ড চৌধুরি লিখিয়াছেন ঃ—

১০। ১২ দিন পূর্ব্বে তণ্ডুলের মণ ২ টাকা করিয়া ছিল। এখন ৩ টাকা করিয়া বিক্রয় হইতেছে। জল প্রায় দেড় মাস হয় নাই। আমন ধান্যের অবস্থা কোন কোন স্থানে শোচনীয় অর্থাৎ উচ্চ ভূমির ধান্য অংশত একে বারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট গুলির জীবন সংশয়, নিম্ন ভূমি এবং জলের নিকটের ধান এখনও কতক ভাল আছে। আট দশ দিনের মধ্যে জল হইলে অর্দ্ধেকেরও অধিক জন্মিতে পারে। জল না হইলে সিকি বা ছয় আনা রকম জন্মিবার সম্ভাবনা। কোন গৃহস্থের গোলাতেই ধান্য বা চাউল নাই।

মুরর্শিদাবাদ বহরমপুর হইতে বাবু রামদাস লিখিয়াছেনঃ—

বৃষ্টি হয় নাই। বৃষ্টি অভাবে আমন ধান্য কিছুমাত্র হইবে না স্থান বিশেষে এক আনা পরিমাণ এবং নিম্ন ভূমি অর্থাৎ বিলান জমিতে চতুর্থাংশের একাংশ পরিমাণ পাওয়ার সম্ভব। এখন বৃষ্টি হইলে ধান্য রক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই। ধান্য চাউল মজুত অতি অল্প লোকের ঘরে আছে। যে পরিমাণে চাউল ধান্য মজুত আছে তাহাতে ঐ সকল লোকের নিজ পরিবারদিগের ব্যয় মাসেক দুই মাস চলিতে পারে, চাউলের দর এক্ষণে উস্না প্রতি টাকায় ২৷৷ সের ।৩ সের আতব ।০ সের। পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমেই দর বৃদ্ধি হইতেছে অর্থাৎ পূজার সময় প্রতি টাকায় ৷৷৩ সের ৷৷৪ সের ছিল।

যশোহর, কোট চাঁদপুর হইতে বাবু রাইচরণ দাস লিখিয়াছেন ঃ—

এইক্ষণ বৃষ্টি হইলে বড়ান ধান্য দশ আনা পরিমাণ হইতে পারে। ছোটনা এক কালে গিয়াছে বৃষ্টি হইলে দু আনা রকম হইতে পারে গত আশ্বীন মাস হইতে বৃষ্টি হয় নাই। আমন ধান্য না হইলে লোকের অন্ন কষট হইবেক। হৈমন্তিক খন্দ যাহা রোপন ও বপন করা হইয়াছিল বৃষ্টি অভাবে তাহায় চারা বাহির হইল না এবং যাহার বা চারা বাহির হইয়া ছিল তাহাও শুখাইয়া যাইতেছে বৃষ্টি না হইলে দুই আনা রকম ধান্য হইবেক।

যশোহর, রাম নগর হইতে বাবু গৌর মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ঃ

এখানে এপর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই। এক্ষণ বৃষ্টি হইলে ধান্য কিছু পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে এমন কি ছয় আনা সাত আনা হইবার সম্ভব। ধান্য না হইলে এখান কার লোকের সমুহ কষট হইবে।

যশোহর হইতে বাবু দ্বারকা নাথ লাহিড়ী লিখেনঃ—

মহকুমা মাগুরার দক্ষিন দিগে প্রথম অনাবৃষ্টিতে প্রায় চারি আনা রকম জমি আবাদ হয় না, বার আনা রকম জমি যে আবাদ হইয়াছিল তাহা কাশী নাথ পুরের হাওড়ের জলে গত শ্রাবণ মাসে সমুদয় আউস ধান্য ও কতক অংশ নাবি অর্থাৎ শেষে বুনন করা আমন ধান্য জল মগ্ন হইয়া যায়। ছয় আনা রকম জমিতে যে ধান্য ছিল তাহার দুই আনা রকম জল অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাঁকী চারি আনা রকম ধান্য জলস্থিত জমিতে যে আছে তাহা জল অভাবে লালী ধরিয়া উঠিয়াছে, যদি হঠাৎ জল না হয় তাহা হইলে শস্য হওয়া সন্দেহ। গত ভাদ্র মাসের পরে আর জল হয় নাই জল না হইলে হৈমন্তিক খন্দ হওয়ার সম্ভব নাই, যেহেতু অনেক জমি জল অভাবে বুনান করিতে পারে নাই, যাহা বুনান হইয়াছে তাহার চারা উত্তম রূপে বাহির হয় নাই, যাহা হইয়াছে তাহা পুড়িয়া যাইতেছে। এইক্ষণ জল হইলে হৈমন্তিক খন্দ ও ধান্য চারি আনা রকম হইতে পারে। চাষীর ঘরে ধান্য কিছুই মজুত নাই। গত আশ্বিন মাসে কাচা ওজনের প্রতি মোণ ১ টাকা হিসাবে বিক্রী হইয়াছে, এক্ষণে সেই চাউল ৫ দিবস পূর্ব্বে ২।০ দরে বিক্রী হইতেছিল, এক্ষণে দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া ২৷।০ টাকা হইয়াছে। এইক্ষণ তক জল কষ্ট হয় নাই।

যশোহর খুলনিয়ার পদ্ম গ্রাম হইতে বাবু রজনীকান্ত সেন লিখেনঃ—

জল অভাবে ধান্য বার আনা আন্দাজ নষ্ট হইয়াছে জল না হইলে বক্রি চারি আনাও নষ্ট হইবে। এখন জল হইলে যে চারি আনা নষ্ট হয় নাই তাহাই রক্ষা হইতে পারে। আমন ধান না হইলে লোকের বিশেষ অন্ন কষ্ট হইবে, এবং জল অভাবে হৈমন্তিক খন্দের ও অনিষ্ট হইবে।

যশোহর ঝিনাইদহ মহকুমার শৈলকুপ হইতে বাবু বঙ্কবিহারি মিত্র লখিয়াছেনঃ—

জল হইলে বড়ন ধান্য কিছু কিছু হইতে পারে এপ্রদেশে সেপটেম্বর মাস হইতে বর্ত্তমান তারিখ পর্য্যন্ত বিন্দুপাত হয় নাই। আমন ধান্য না হইলে লোকের ভারি অন্য কষ্ট হইবেক, এবং জল না হইলে হৈমন্তিক খন্দ হওয়ার কোন রকম সম্ভাব নাই। জল না হইলে ৬০ শীক্কার ৮ সের কাটায় ফি বিঘা ১৫। ১৬ কাটা আনুমানীক ধান্য ফসল হইতে পারে।

যশোহর নড়াল হইতে বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেনঃ—

এখানে এক মাসের অধিক কাল হইতে প্রায় বৃষ্টি হয় নাই। উক্ত সময় মধ্যে যাহা ২। ১ দিন হইয়াছিল তাহাতে মাটি ভেজে নাই। ধান্যের অবস্থা এখানে মোটের উপর ভাল নহে। জল অভাবে ধান শুখাইয়া যাইবে না কিন্তু জল অভাবে ফলনের বিশেষ হানি হইবে, অর্থাৎ চিটে (আগড়া) হইয়া যাইবে, চাসা মাত্রেরই ঘরে প্রায় কিছু কিছু ধান মজুদ আছে। কিন্তু চাসা ভিন্ন প্রায় কাহারও ঘরে কিছু নাই। চাউলের দাম দিন দিন বাড়িতেছে। এখানকার অতি লক্ষ্মীছাড়া চাল গুলোও অদ্য ২৲ টাকা মণ বিক্রি হইয়াছে।

ঢাকা হইতে বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেনঃ—

ঢাকার পূর্ব্বাংশে বৃষ্টি হয় নাই। নিম্ন ভূমির ধান্য স্থল বিশেষে ৷৶০ আনা কিম্বা বার আনা আন্দাজ হইবার সম্ভব। এইক্ষণ টাকায় লাল আউস ২২ সের পরিষ্কৃত আউস ২০ সের আমন ১৮ সের বেতী পণে সত্তর সের দরে বিক্রী হইতেছে। উচ্চ ভূমিতে বৃষ্টি অভাবে সরিষার বিশেষ ক্ষতি হইবে। নিম্ন ভূমিতে তত আশঙ্কা নাই।

ঢাকা হইতে বাবু দীন বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেনঃ—

ঢাকায় জল হয় নাই। তথায় অন্য বৎসর অপেক্ষা নীচু জমীতে দশ আনা ধান্য পাওয়ার সম্ভব। ময়মান সিংহের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে ও কুমিল্লার উত্তরে জল হইয়াছে। সেই সকল স্থানে ধান্য দশ আনা পরিমাণ পাওয়া যাইবে। এক্ষণ জল হইলে ধান্যের কতক উপকারে আইসে। এই বৎসর অনেকের অন্ন কষ্ট হইবে। হৈমন্তিক খন্দের অনাবৃষ্টি হেতু অতীব হানি হইয়াছে।

ঢাকা, মাণিকগঞ্জ হইতে বাবু নিবারণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেনঃ—

এখানে অশু ধান্য অতি অল্পই হইয়াছে। জল অভাবে অধিকাংশ স্থানে আমন ধান্যের ক্ষতি হইয়াছে। জল হইলে যাহা আছে তাহার অনেক উপকার হয়। ভাদ্র মাসের পরে মোটেই জল হয় নাই। আমন ধান্য প্রচুর রূপে না হইলে অবশ্য লোকের অন্ন কষ্ট হইবে। ধান্যের দর আক্রা হইয়া বাজারে সাধারণ চাউল ১৭ সের দরে বিক্রয় হইতেছে, এই চাউল ভাদ্র মাসে ত্রিশ সের দরে বিক্রী হইতেছে। জল না হইলে হৈমন্তিক খন্দের বার আনা পরিমাণ অনিষ্ট হইবেক। সম্ভবতঃ ছয় আনী পরিমাণ আমন ধান্য পাওয়া যাইতে পারে।

ঢাকা, বিক্রম পুরের লৌহজঙ্গ হইতে বাবু লাল মোহন পাল চৌধুরি লিখেনঃ—

আশ্বিন মাসে এই অঞ্চলে অল্প পরিমাণে জল হইয়াছিল। কিন্তু কার্ত্তিক মাসে এযাবৎ জল হয় নাই। আমন ধান্য না হইলে লোকের বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। জল যদি ১০। ১২ দিবস মধ্যে না হয়, তবে হৈমন্তিক খন্দের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভব। এপ্রদেশে জল না হইলে অর্দ্ধেক ধান্য হইবে কি না সন্দেহ।

ঢাকা, ইসলাপুর হইতে বাবু কিশোর নারায়ণ ঘোষ লিখেনঃ—

এখন জল হইলে ধান্য রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, প্রায় ক্ষেত্রই সুখাইয়াছে। অষ্টমী পূজার পর আর জল হয় নাই। আমন রোয়াচিয়া উভয় ধান্যই নষ্ট হইয়াছে লোকের যত দূর কষ্ট হইতে হয় তাহারই সম্ভাবনা। এক্ষণ জল হইলে বাজে শস্য পাওয়ার সম্ভব। জল না হইলে নীচ ভুমিতে তিন আনী কিম্বা চারি আনী শস্য হওয়ার সম্ভব। চাউল ১৫। ১৬ সের দরে বিক্রয় হইতেছে।

ঢাকা হইতে একজন প্রধান ব্যক্তি লিখেনঃ—

বৃষ্টি হয় নাই আমন ধান্য যে পরিমাণ জন্মিয়াছে ইহাতে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অর্দ্ধেক হওয়ার সম্ভব। এক্ষণ জল হইলে বর্ত্তমান ধান্যের কোন উপকার নাই। অনুমান যে, গড়ে লোকের ঘরে ৬ মাসের খোরাকী মজুত আছে। কিন্তু স্থানীয় লোকে আশঙ্কা বশতঃ ধান্য বিক্রয় না করায়, এ অঞ্চলে আমদানি কম হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু আজ কাল ঢাকায় চাউলের আমদানী আছে। এক্ষণ চাউল ১৬। ১৭। ১৮ সের দরে বিক্রয় হইতেছে, পূর্ব্বাপেক্ষা চাউল কিছু সুলভ দেখা যায়।

---


বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

গবর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী ও গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে খাদ্য শস্যের ভাড়ার হার যে কমাইয়া দিয়া তৎসম্বন্ধে ১লা নবেম্বর বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, তাহা যে সকল জিনিষ কলিকাতার বন্দরে চালান দিয়া জাহাজে প্রেরিত হইবে সে সকল সম্বন্ধে খাটিবে না। অতএব এতদ্দারা সাধারণকে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সকল খাদ্য শস্য রপ্তানির জন্য হাওড়া বা কলিকাতায় চালান হইবে সে সকল শস্যের জন্য সম্পূর্ণ হারে দিতে হইবে।

কলিকাতা

সিসিল ষ্টিফেন সন্।

৪ঠা নবেম্বর। ১৮৭৩।


---

সংবাদ।

—সম্প্রতি চিকাগোতে "যীশু খৃষ্টের প্রকৃত বৃত্তান্ত" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার জন্ম যৌবন কাল, তাহার আদিম মত ও গ্রন্থাদি তিনি যে রূপে লোকদিগের চিকিৎসা এবং উপদেশ দিতেন তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং তাহার মৃত্যু ঘটনা এই তাবৎ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলির সত্যতা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার যে নাই, কারণ ইহা কোন পুস্তক দেখিয়া কল্পনা করিয়া করা হয় নাই খৃষ্টের সময়ে যে সকল ব্যক্তি জীবিত থাকিয়া তাহার কার্য্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করিয়া সেই আত্মা হইতে এই সকল বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। আলেকজেণ্ডার স্মিথ মিডিয়ম হইয়াছিলেন।

—উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে সম্প্রতি দুই জন মেম চাকুরি পাইয়াছেন। ইংরাজেরা এত দিন প্রকৃত দেশের সর্ব্বনাশ করিলেন। তাহারা মেয়ে পুরুষে চাকুরি করিতে আরম্ভ করিলে, আমরা গিয়াছি।

—সম্প্রতি গঙ্গার সেতুর একটি লোহের কড়ী শিকল দ্বারা উচ্চে উঠাইতে নিম্নে পতিত হইয়া কয়েক জন খালাশি ও কয়েক জন ইংরাজ কর্ম্মচারি জল মগ্ন হইয়াছে।

—মিরার বলেন কলিতায় মোটে ৭। ৮ লক্ষ মণ উল মজুত আছে। যদি প্রকৃত তাহা হয় এবং প্রতি সপ্তাহে বদি লক্ষ মণ করিয়া চাউলের রপ্তানি হয় তবে এক মাসের মধ্যে কলিকাতায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। আমাদের বিবেচনায় মিরারের গণনায় ভুল হইয়া থাকিবে।

—সে দিবস লেফটেনেণ্ট গবর্ণর কলিকাতার সমুদয় মহাজন ডাকাইয়া লইয়া গিয়া আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কি করা না করা পরামর্শ করেন। ইহারা কি সাব্যস্ত করিয়াছেন তাহা আমরা এক্ষণও অবগত হই নাই।

—আমাদের কবিবর রাজা কালী কৃষ্ণকে নেপালের রাজা একটি শোনার পদক প্রদান করিয়া সম্মান করিয়াছেন।

—ইংলণ্ড ও ফ্রানসের মধ্যে যে সমুদ্র শাখা আছে তাহার ব্যবধান ২৩ মাইল। ফরাসীস গবর্ণমেণ্ট এই সমুদ্র শাখার নীচে দিয়া রেলওয়ে বসানের সংকল্প করিয়াছেন।

—বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় সংক্রামক জ্বর ভীষণাকারে পুনর্ব্বার দেখা দিয়াছে।

—আগামী ১লা জানুয়ারি হইতে লিণ্ডসে ষ্ট্রীট স্থিত নূতন মিউনিসিপালি বাজারের কতক অংশ খোলা হইবে।

—ইংলণ্ডে এক জন মাতাল এক ব্যক্তির নাক কামড়াইয়া লওয়ায় তাহার ১৮ মাস কারাবাসের দণ্ড হইয়াছে।

—মান্দ্রাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করার নিমিত্ত তথাকার সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা একটি সভা করিয়াছেন।

—আমেরিকায় অন্তঃপুর শিক্ষা সম্বন্ধে এক খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার নাম "শশী"

—এক জন সাহেব এক জন নাপিতকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে কখন বানর কামাইয়াছে কি না। নাপিত উত্তর করিল, আজ্ঞে না, তবে বানর গর্ভ জাত অনেককে কামাইয়াছি।

—লেফটেনেণ্ট গবরণর ও গবরণর জেনারেল যে রূপ কায়মনোবাক্যে আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের পক্ষে যত্নশীল হইয়াছেন তাহাতে দেশের লোকে কখনই অন্ন কষ্ট পাইবেনা। লর্ড নর্থব্রুক এই নিমিত্ত আগ্রায় যে দরবার করিতেন তাহা বন্দ করিয়াছেন। তিনি দেশের মধ্যে নানা স্থলে পবলিকওয়ার্ক হইতে কাজ হয় তাহার উদ্যোগ করিতেছেন। দার্জিলিং রেলওয়েও আরম্ভ করিরিতেছেন এবং শস্য আমদানি করিতে রেলে পূর্ব্বে যে ভাড়া লাগিত তাহাও তিনি কমাইয়া দিয়াছেন লোকের যে মোটে কষ্ট হইবে না তাহা আমরা বলি না, তবে অন্নাভে যে কেহ মরিবে না তাহার কোন সন্দেহ নাই।

—ঢাকা জেলার অন্তর্গত বীরগঞ্জে একটী মুসলমান পাথরী বন্দ হইয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত প্রায় হইয়াছিল। তত্রত্য নেটীভ ডাক্তার বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরি ৩টী পাথরী বাহির করিয়া লোকটীর প্রাণ রক্ষা করেন। আমাদের জনৈক গ্রাহক বাবু রাসবিহারি সিংহ ২টী পাথরী কলিকাতায় কোন প্রকাশ্য স্থানে রাখিবার জন্য আমাদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা শীঘ্রই উহা যথা স্থানে প্রেরণ করিব।

—বিম বলেন, কিছু দিন হইল, কৃষ্ণচন্দ্র পোদ্দার নামক এক ব্যক্তি আহিরিটোলা গলি দিয়া একটী ৪ বৎসরের ছেলেকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, বালকের প্রতি তাহার নিষ্ঠুর আচরণ দেখিয়া, কোন ব্যক্তি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল বালকটি তাহার ভাই, সে দরিদ্র বলিয়া তাহাকে খাইতে দিতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি তাহার ভরণ পোষণের ভার লয়েন, তবে সে তাহার নিকট তাহাকে বিক্রয় করিবে। বালকটীর গায় কতকগুলি গহনা ছিল। সে গহনা বিক্রয় করিয়া তাহার ভরণ পোষণ করে না কেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করায় সে তাহার কোন সৎ উত্তর দিতে পারিল না। বাবু রমানাথ লাহার একজন গাড়য়ান সেখানে উপস্থিত ছিল। সে উক্ত লেকেটীর ভাব দেখিয়া থানায় সংবাদ দেয়। থানায় গিয়া সে স্বীকার করে, যে সে উক্ত বালককে সালিখা হইতে চুরি করিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিতে আনে। বালকের পিতা মাতাকে সংবাদ দিলে, তাহারা তাহাদের পুত্রকে বাড়ী লইয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্র পোদ্দার হাওড়া মাজিষ্ট্রিরিতে নীত হইয়াছে।

—আজমীরে একটী পুরুষের দুইটা স্ত্রী ছিল। তাহাদের একটীকে তিনি ভাল বাসিতেন আরটীকে দেখিতে পারিতেন না। পুরুষটী তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যার সহযোগে অন্য স্ত্রীর জীবন নাশ করেন তিনি রাজ দ্বারে নীত হইয়া নিজের দোষ অস্বীকার করেন! কিন্তু তাঁহার স্ত্রী সরকারী সাক্ষী হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেয় এবং সেই জন্য তাঁহার প্রতি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হয়।

—বরদার রেসিডেণ্ট তথাকার গুইকরকে ক্রমে জ্বালাতন করিয়া তুলিলেন। তিনি আজ কিছুদিন অবধি কিসে গুইকরকে বিপদাপন্ন করিবেন তাহারই যত্ন করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি তারে বিলাতে দাদা ভাই নারোজিকে সংবাদ পাঠান যে তিনি বরদায় চলিয়া আইসেন। নারোজির প্রতি গুইকরের বিশেষ ভক্তি আছে এবং তাহার পরামর্শ অনুসারে তিনি রাজ্য শাসন প্রণালী সংশোধন করিবেন সংকল্প করেন, কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেব গুইকারকে নারোজিকে আনিতে দিবেন না এবং তিনি বলিয়াছেন যে যদি নারোজি আইসেন তবে তাহাকে তিনি রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিবেন না। আবার আর একটী ঘটনা হইয়াছে, বোম্বাই সিবিলিয়ান শ্রীপতী বাবাজি সম্প্রতি বরদায় বেড়াইতে যান এবং রেসিডেণ্ট সাহেব তাহাকে সেখান হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য করেন। হা বিধাতা, হিন্দুজাতির অদৃষ্টে এত অপমান ও গ্লানি ছিল।

—বোম্বাইয়ের একজন হিন্দু দেখাইয়াছেন যে পৃথিবীর গোলত্ব, ব্যাস, মাধ্যাকর্ষণ, গ্রহণ প্রভৃতির বিষয় ইউরোপীয়েরা হিন্দুদের পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

—লক হাসপাতাল সমূহের অধ্যক্ষ পেন সাহেব বলেন যে ১৪ আইন জারি অবধি কলিকাতার বেশ্যাদের মধ্যে শীতকালের কয়েক মাসে উপদংশ পীড়ার বেশী প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহার মতে শীতকালে অধিক সংখ্যক জাহাজ এখানে উপস্থিত হওয়াই ইহার কারণ। বাস্তবিক উপদংশ পীড়াটী সম্পূর্ণরূপে বিলাতী।

—উড়িষ্যা প্রেট্রিয়ট বলেন যে বারাণসীতে একজন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ দুর্গার সমক্ষে বলিদানার্থ নীত হয়। তাহার কতিপয় বন্ধু তাহাকে রক্ষা করিয়াছে।

—ভারতবর্ষের জনৈক রাজকর্মচারি মেজর ফিট্জিরাল্ডের স্ত্রী ইংলণ্ডের চুরি অপরাধে ধৃত হন। তাহার বন্ধুগণ ইহা বলিয়া তাহাকে সাপাই করিরার যত্ন করিতেছেন যে মেম সাহেব ভারতবর্ষে যখন থাকেন তখন উহার পুন পুন জ্বর হয় এই নিমিত্ত তাহার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং তিনি এই দুর্ব্বল মস্তিষ্কের নিমিত্ত চুরি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের স্কন্ধেই হউক আর আমাদের স্কন্ধেই হউক যেখানে হউক অপরাধ রাখিয়া মেম সাহেব নিস্তার পাইলে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব। ভদ্রলোকের স্ত্রী তাহার দুর্গতির নিমিত্ত যে তিনি ইহা করেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

— আসাণ্টি যুদ্ধের নিমিত্ত ৯ লক্ষ টাকার বিলাতে বরাত গিয়াছে। সেখানে হাজার জলপানীয় পাত্র, জল পরিস্কারের যন্ত্র, বারুদ গোলা প্রভৃতি প্রেরিত হইয়াছে।

— আসাণ্টির রাজার নাম কাফিকান কালী। তাহার কোন উৎসব [illegible] ভিন্ন সম্পন্ন হয় না। তাহার রণ বাদ্যের জয়ঢাক নরক[illegible] দ্বারা সুশোভি[illegible] একজন ইংরাজ গবর্ণরকে ধৃত [illegible] তাহার [illegible] দ্বারা তিনি পানীয় পাত্র প্রস্তুত কা[illegible] তাহার পরিবারস্থ সকলেই তাহার গোলাম। তি[illegible] যুদ্ধ বই আর কিছুই জানেন না। তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে।

—নাগাপাটামে একটী স্ত্রীর মৃত্যু হয়। চাডউইক নামক তত্রত্য এক জন ডাক্তার তাহার মৃত দেহ পরিক্ষা করিয়া বলেন যে আঘা[illegible] তাহার মৃত্যু হইয়াছে ও আঘাতের চিহ্ন সকল তাহার শরীরে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু প্রমাণ হয় যে উক্ত স্ত্রী আত্ম হত্যা করে এবং তাহার শরীরে কোন দাগ দেখা যায় নাই। ডাক্তার সাহেব এই জন মিথ্যা কথা কহা ও মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করা ইত্যাদি কয়েকটী অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

—লক্ষ্ণৌরে যে নর ব্যাঘ্রটী আছে তৎসম্বন্ধে আউড্ একসেল্সিয়র যে একটী বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে প্রকটিত করিলাম। বালকটী ফয়জাবাদে ধৃত হয়। তাহার বয়ঃক্রম ১৪। ১৫ বৎসর। তাহার আকৃতিতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। সে দেখতে বোকা বোকা। গোমের ন্যায় তার বর্ণ, দেখিতে বলিষ্ঠকায়। সে স্থির হইয়া চলিতে পারে না। হাত দিয়া কিছু ধরিতে পারে না। তাহার কথা স্পষ্ট নহে কিন্তু বোঝা যায়। যে কাঁচা মাংস খাইতে ভাল বাসে, সে হাত দিয়া খায় না। ভোজন পাত্র মুখের কাছে লইয়া জন্তুর ন্যায় আহার করে। পূর্ব্বের কথা তাহার কিছু মনে নাই। সে চার হাত পায়ে শীঘ্র চলিতে পারে। সে গর্ত্তের মধ্যে থাকতে ভাল বাসে।

—নেপালে দুইটী স্ত্রী তাহাদের স্বামীর অনুমৃতা হইয়াছে। আইনের দ্বারা নিবারিত না হইলেও

বঙ্গ দেশে উক্ত প্রথা এত দিন সম্ভবতঃ উঠিয়া যাইত।

—একটী সাহেব বিবাহ করিবার জন্য এই রূপ একটী বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। 'তিনি একটী স্ত্রী চান। স্ত্রীটী দেখিতে সুশ্রী ও যুবতী হইবে, ঘোড়ায় চড়িতে ও গাড়ী চালাইতে জানিবে। সে উত্তম গায়িকা, উত্তম ভাবাবিৎ, ও উত্তম গৃহিনী হইবে। তাহার পিতা সম্পন্ন লোক হইবে, অন্ততঃ তাহার ২ হাজার বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি থাকিবে।" বিলাতী সব জিনিসই অদ্ভুত!

—লক্ষ্ণৌর মুনসী কালিপ্রসাদ নামক এক জন উকিল স্বধর্ম্মাক্রান্ত অনাথ এবং বিধবাদিগের সাহায্যার্থে ১০ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।—ন্যাশনেল-পেপার।

—ইষ্টইণ্ডিয়ারেলওয়ে যোগে এ দেশ হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তর চাউলের রপ্তানি হইয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহেয় মধ্যে হাওড়া হইতে প্রতি দিন প্রায় ৮০ খান গাড়ী চাউল বোঝাই হইয়া রওনা হয়। প্রত্যেক গাড়িতে গড়ে ২৫০ মন চাউল ধরে। এ হিসাবে কেবল হাওড়া হইতে ১৫ হাজার মন চাউল উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গিয়াছে। ইহা ব্যতীত চন্দ্রনগর হইতে প্রতি দিন প্রায় ৫ হাজার মন চাউল রপ্তানী হইয়াছে।

—ফাইনেন্‌সিয়াল বিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী বাবু মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পেন্‌সন লওয়ায় উক্ত বিভাগের টেলর ও হার্ট সাহেব উন্নীত হইয়াছেন।

—লিবারপুলে একটি বেড়ালের কামড়ে একটি বালক খেপিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে এই রূপ আর একটি ঘটনার বিষয় অবগত হই। [illegible]শে বালকেরা প্রায় বেড়াল লইয়া ক্রীড়া করে। [illegible]দের বিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

—অ[illegible]সী কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীগণ তীর্থ যাত্রায় [illegible] করিতেছেন। এবার সর্ব্বত্র পৌত্তলিকতার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

—এরূপ রাষ্ট্র যে কাবুলের আমির ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আরো টাকা চাহিতেছেন। তাহাকে পূর্ব্বে যে টাকা দেওয়া হয় তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। আজ কাল পৃথিবীর মধ্যে আমীরই মানুষ।

—আমেরিকার ঘরোয়া বিবাদের সময় ইংরাজেরা দক্ষিণ আমেরিকার সাহায্য করিয়া যে মহাপাপ করেন তাহার নিমিত্ত ইংলণ্ডের আমেরিকাকে কোটী টাকা প্রায়শ্চিত্ত দিতে হইয়াছে।

—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে আমাদের গবর্ণর জেনারেলের পুত্র অশ্বেলায় ভারি পীড়িত হইয়াছেন। জগদীশ্বর করুন তিনি সত্বর আরোগ্য হউন।


## বিজ্ঞাপন।

### ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

### চাউল, ময়দা, আটা প্রভৃতির খাদ্যাদির ভাড়া কমান বিষয়ে বিজ্ঞাপন।

৩রা নবেম্বর সোমবার তারিখ হইতে হাবড়া এবং বারাণসীর মধ্যে যে কোন ষ্টেসনেই হউক সকল প্রকার চাউল, ময়দা এবং আটা [illegible] মণের [illegible] প্রতি মাইলে এক পাইয়ের [illegible]ংশ হইবে। ঐ সকল দ্রব্য এক মণ বা ততোধিক হওয়া উচিত। বারাণসীর পরবর্ত্তী সকল ষ্টেসন হইতে বারাণসীতে বা বারাণসীর পশ্চাদ্বর্ত্তী কোন ষ্টেসনে কিম্বা নলহাটি ষ্টেট রেলওয়ে ব্রাঞ্চের মধ্যে যে কোন ষ্টেসনেই হউক, ঐ হিসাবে ঐ সকল দ্রব্য প্রেরণ করা যাইবে।

উপরিউক্ত ভাড়ার পরিবর্ত্তেনের সম্বাদ উপযুক্ত সময়ে দেওয়া যাইবে।

এজেন্সী আফিস<br>ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে<br>১লা নবেম্বর ১৮৭৩সাল } সিসিল ষ্টিফেন।

## নয়শো রূপেয়া

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য একটাকা। ডাক মাশুল /০ আনা।

## অবলা বিলাপ।

শ্রীমতী অন্নদা সুন্দরী দাসী প্রণীত মূল্য ।০ আনা অমৃত বাজার পত্রিকা প্রেস কলিকাতা। ডাক মাশুল / আনা।


—:০॥০:—

## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আমার ১২৭৪ সালের ফাল্গুন হইতে ১২৭৫, ১২৭৬, ১২৭৭ এবং ১২৭৮ সালের ফাল্গুন পর্য্যন্ত অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পূর্ণ ফাইলের অর্থাৎ সমুদয় পত্রিকার আবশ্যক। যিনি এই কয়েক বৎসরের অথবা ইহার যে কোন বৎসরের ফাইল আমাকে দিতে পারিবেন, আমি তাঁহার নিকট নিতান্ত বাধিত হইব এবং তিনি যদি আমার কৃতজ্ঞতা চিহ্নস্বরূপ কিছু উপহার লইতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি তিনি গত যে কয়েক বৎসরের ফাইল আমাকে প্রদান করিবেন, তিনি যাহাতে আগামী সেই কয়েক বৎসরের পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হন আমি সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিব। ফাইল সম্পূর্ণ অর্থাৎ যে বৎসর যত খণ্ড পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সমুদয় থাকা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে যিনি যে পত্র লিখিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে লিখিবেন।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।


## বিজ্ঞাপন।

যে কেহ ভূমি কিম্বা বাটী ইত্যাদি মর্টগেজ রাখিয়া বা হ্যাণ্ডনোটের দ্বারা অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমাকে জানাইলে আমি তাহার সুবিধা করিয়া দিতে পারি।

মোং কলিকাতা<br>বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৯২ } শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার

## TO LET.

Premises No 27 Shiva Narian Dass Lane. Calcutta.

An upper-roomed house now nearly complete and thoroughly well ventilated and well adapted for residence of college students, either with family or without.

Apply to the owner Babu Grish Chunder Mitter at No 12 Shiva Narian Dass Lane, or at No 9, Old Post Office Street.

## বিদ্যাপতি।

মহাজন পদাবলী সংগ্রহ ১ম ভাগ, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের জীবনী, গ্রন্থ সমালোচনা এবং বিদ্যাপতির মূলগ্রন্থ সটীক, মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ৵০ আনা। কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৪ নং দোকান শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কোং নিকট, কিম্বা যশোর বগচর শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দের নিকট এবং অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য।

## হেমলতা, বীররসাত্মক নাটক।

শ্রীহরলাল রায় প্রণীত; মূল্য ১ ডাক মাশুল ৵০। কলিকাতা হিদেরাম বাড়ুয্যের লেন ৫২ নং অমৃতবাজার পত্রিকা আপীসে ও পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট ৭নং গ্রন্থকারের বাড়ীতে প্রাপ্তব্য। শীঘ্র নেসনেলথিয়েটরে অভিনীত হইবে।


## AMENDED NOTICE.

The Canal from Ooloobariah to Midnapore is now open for traffic for boat not drawing more than three feet of water.

H. W. GULLIVER, *Lieut.-Col., R. E., Offg. Joint Secy to the Govt. of Bengal in the Public Works Department, Irrigation Branch.*

(৪)


## চন্দ্রনাথ।

উপন্যাস ১৮৮ পৃষ্ঠা মূল্য ১ টাকা প্রয়োজন হইলে সংস্কৃত পুস্তকালয়ে অথবা কলিকাতা শ্যামপুকুর রামধন মিত্রের লেন নং ১২ বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

শ্রীক্ষেত্রলাল চক্রবর্ত্তী।

## THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

BY

KISHORI LAL SARKAR, M. A. B. L.

*Price Rs.4.*

This is decidedly the best edition of the Indian Evidence Act that we have yet seen. Babu Kissoree Lal Sircar has spared no pains to remove the difficulties which stand the unintiated readers of the Act in the face. He has made the work acceptable to the public generally. The price, Rs 4 a copy, is not we think considering the real merit of the work, too high as some may fancy. *Law Observer.*

To be had at the Amrita Bzar Puttrika Office and Thacker Spink & Co's Library.



## অমৃত বাজারপত্রিকা।

### অগ্রিম মূল্য।

| | কলিকাতার নিমিত্ত | মফঃস্বল |
|---|---|---|
| বার্ষিক | ৬॥০ | ৮ |
| ষাণ্মাসিক | ৩৸০ | ৪॥০ |
| ত্রৈমাসিক | ২।৵০ | ২৸০ |
| একখণ্ড | ।০ | |

### অনগ্রিম মূল্য।

| | | |
|---|---|---|
| বার্ষিক | ৮॥০ | ১০ |

### বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য!

প্রতি পংক্তি

| | |
|---|---|
| প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার | ৵০ |
| চতুর্থ ও ততোধিকবার | ৵০ |

এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।